Rs. 2.00

মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

1st October 2019

Special Issue

Vol : VIII Issue : VII, 1st, October, 2019 আশ্বিন, ১৪২৫, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবসে

প্রবীণদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা

Scanned by CamScanner

Vol : VIII Issue : VII, 1st October,19 (Special Issue) PRABINBARTA WBBEN/2012/ 46375

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক

১০/১, গোলাম হুসেন শাহ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৯৫

পরিচালনায়

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

আনন্দ সংবাদ **আনন্দ সংবাদ**

ডঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে গত জুন, ২০১৮ থেকে চলছে DENTAL CLINIC কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন চিকিৎসব ডাঃ প্রণব চৌধুরী L.D.S.M.F (Cal), বেথুন ক্লিনিকে আধুনিক দন্ত চিকিৎসা করছেন।

সময় ঃ প্রতি সোম এবং বুধবার সকাল ১০টা

পরিষেবা ব্যয় ঃ বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো যাবে। স্বল্প ব্যয়ে দাঁত তোলা যাবে।

আমাদের নিয়মিত বিভাগ

(ক) আধুনিক ফিজিওথেরাপী ক্লিনিক ঃ

* অত্যাধুনিক মেশিন
* স্বল্প ব্যয়
* ছুটির দিন ব্যতীত সোম থেকে শনিবার সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা
* সমস্ত প্রকার Traction - র ব্যবস্থা আছে
* আমরা স্বল্প ব্যয়ে বাড়িতে গিয়ে ফিজিওথেরাপী পরিষেবা দিয়ে থাকি

খ) আধুনিক আকুপাংচার ক্লিনিক ঃ

সমস্ত প্রকার রোগে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হীন অত্যন্ত কার্যকরী।

সময় ঃ প্রতি সোম, বুধ এবং শুক্র সন্ধ্যা ৪টা থেকে ৮টা।

গ) Doctor's Chamber

(১) ডাঃ টি. কে. পাল. BHMS (Cu) PGC ACu (Ju)
Retired Medical Officer (Govt. of WB)

(২) ডাঃ অমল ঘোষ, MBBS, DSM (Ortho)
সময় - প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা থেকে ৫টা

(৩) ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ BHMS, M.Sc. (Phy.)
সময় - প্রতি শনিবার বেলা ১১টা থেকে ২টা

(৪) ডাঃ আলপনা সোম, BSc, DMS (Cal)
সময় - প্রতি বুধবার, বিকাল ৫টা থেকে ৬টা

(৫) ডাঃ মঞ্জুশ্রী সামন্ত, MBBS, DIP Cardio, S. Med

(৬) ডাঃ প্রণব চৌধুরী, (Cal) LD, SMF
(By Appointment) সোমবার - শুক্রবার ১১টা থেকে ২টা

স্বল্পমূল্যে প্যাথোলজিকাল টেস্টের ব্যবস্থা

যোগাযোগ ঃ 033 2417 5468 / 9674553477

Scanned by CamScanner

Vol : VIII Issue : VII, 1st October,19 (Special Issue) PRABINBARTA WBBEN/2012/ 46375

-ঃঃ সূচীপত্র ঃঃ-

১। শুভেচ্ছা বার্তা —

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী —

৩। সভাপতির বক্তব্য —

৪। বয়স্করা কিভাবে সুস্থ থাকবেন —

৫। গ্রামীণ চিকিৎসক চাই —

৬। বয়স্ক প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের জন্য সব বাসে আসন সংরক্ষণ পুনরায় চালু হোক —

৭। জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ড ফিরে দেখা —

৮। ভারতে প্রবীণদের সুরক্ষা পরিকল্পনা —

৯। বিশ্ববোধ ও মানবতা —

১০। কতদিন দেখা হয়নি —

১১। প্রবীণদের ডাক / প্রবীণদের কাছে নতজানু —

১২। আ-মরি বাংলা ভাষা —

১৩। বিক্ষোভে প্রতিবাদে শিক্ষক দিবস —

১৪। মোক্ষ মুক্তির পথ —

প্রকাশিত লেখা লেখকের নিজস্ব অভিমত,
এর জন্য সম্পাদক বা সংস্থা দায়ী নয়।

Scanned by CamScanner

Vol : VIII Issue : VII, 1st October,19 (Special Issue) PRABINBARTA WBBEN/2012/ 46375

Jagdeep Dhankhar
GOVERNOR OF WEST BENGAL

RAJ BHAVAN
KOLKATA 700 062

18th September, 2019

Message

I am glad to learn that Bethune Institute of Geriatrics Research and Rehabilitation Centre is celebrating the World Senior Citizens' Day on 1st October, 2019.

I hope that the Institute will continue to provide best healthcare to the senior citizens and economically weaker persons of the society.

I convey my felicitations and best wishes to all those associated with the Institute and wish the Celebration all success.

Jagdeep Dhankhar

Jagdeep Dhankhar

Scanned by CamScanner

Dr. Partha Chatterjee

Minister-in-charge
Departments of Higher Education,
School Education, Parliamentary Affairs
Government of West Bengal

No. -327/MIC/HED, SED&PA/19

MESSAGE

I am deighted to know that "Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre" Kolkata is going to organize its 'World Senior Citizens' Day' on 1st October, 2019 at Bimal Chatterjee Sabhagriha, Prince Anwar Shah Road, Kolkata. On occasion of the programme I express my cordial greetings to the organisers and expect a grand success of the event.

(Dr. Partha Chatterjee)

Pelab Mukherjee
President
Bethune Institute of Geriatrics
Research & Rehabilitation Centre
392A, Prince Anwar Shah Road
Kolkata - 700045

Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata- 700 091, Tel: 2334 6181/2256, 2337 6172, Fax: 2337 6783/2358 8858
Nabanna: 325, Sarat Chatterjee Road, Howrah -711 102, Room No. 101, Telefax: 2250 1157

Scanned by CamScanner

-ঃঃ দ্বিশত জন্মবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী ঃঃ-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে যে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার যে সুখ সদনে —
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া; বনেশ্বরী;
নিশার সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

মাইকেল মধুসুদন দত্ত

Scanned by CamScanner

Vol : VIII Issue : VII, 1st October,19 (Special Issue) PRABINBARTA WBBEN/2012/ 46375

-ঃঃ আর্ন্তজাতীক প্রবীণ নাগরিক দিবস
১লা অক্টোবরের আহ্বান ঃঃ-

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবসে আপনাদের সবান্ধবে জানাই আমার ও সংগঠনের তরফ থেকে আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। আজকের এই দিনটি ক্রমশই জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। দেশের জনসমষ্টির মধ্যে ৭০ শতাংশ বয়স্ক গ্রামীণ জনগণ এক নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। আর ৩০ শতাংশ মানুষ যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন তারাও আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। আজকের দিনে তাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের শপথ নিতে হবে বার্ধক্যের দিনগুলিকে সুন্দর করে তুলতে পারেন যাতে সমস্ত প্রবীণেরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের অধিকার নিয়ে যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারেন। তারা সারা জীবনের পরিশ্রমের ফলে যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, তা সমাজ কল্যাণে ব্যয় করেছেন তার প্রাপ্য সম্মান লাভ করার জন্য তাদের সোচ্চার প্রতিবাদ ঘোষণা করার দিন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা তাদের পাশে আছি এবং থাকবো। এই হচ্ছে আমাদের অঙ্গিকার।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বাঁচার মত উপকরণ সমূহ যাতে সহজলভ্য হয়, সকলে যাতে তা ভোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য সকলকে সোচ্চার হতে হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে ১৯৯৯ সাল থেকে ১লা অক্টোবর দিনটি বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস হিসাবে ঘোষণা করার পর বিশ্বময় যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে-তাকে সর্ব্বব্যাপক করে তোলার জন্য আমরাও আছি।

আমরা ঠিক করেছি আগামী ২১শে ডিসেম্বর'১৯ তারিখে সারা বাংলার প্রবীণরা মিলিতভাবে কলকাতায় ৩৯২এ-আনোয়ার শাহ রোডে সকাল ১০টায় বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে একটি সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রবীণদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে একটি দাবীপত্র তৈরী করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি হস্তক্ষেপের আবেদন করবো। একাজে আপনারা সবাই যোগ দেবেন আশা করি। দুঃখ যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকারকে সক্রিয় হয়ে ওঠার দাবী জানানোর আহ্বান করছি। আশাকরি সকলে ভাল থাকার যে আকাঙ্খা তাকে কার্য্যকরি করার প্রয়াসে সামিল হবেন। সকলে সুস্থ থাকুন। ভাল থাকুন।

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

—

Scanned by CamScanner

-ঃঃ বয়স্করা কি করে সুস্থ থাকবেন ঃঃ-

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবেরে মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

ডাঃ পি বিশ্বাস

কবির এই উক্তির মধ্যেই মহান জীবনের চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকটিত। কিন্তু কালের নিয়মে প্রত্যেক জীবনেই বাল্য অবস্থা, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অবশেষে বার্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এটাই জীবনের অমোঘ পরিণতি। সাধারণত ৬০ বৎসর বয়স্কদের চিকিৎসাবিজ্ঞান এর ভাষায় GERIATRIC AGE বলা হয়। এই বয়স এর মানুষদের জন্যই এই প্রবন্ধটি লেখা হল।

১. বয়স্ক মানুষ এর খাদ্য ঃ

বয়স্ক মানুষ সারাদিন প্রয়োজন মতো চার ঘন্টা অন্তর অল্প বা পরিমিত খাবার খাবেন। বাজারএর ফাস্টফুড, জাঙ্ক ফুড, কখনো খাবেন না। ঘি, মাখন, ডালডা, চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না। শাক, সবজি, ফল Probiotic দই (ঘরে পাতা হলে খুব ভালো), অল্প ভাত বা রুটি নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখবেন। খাবেন না মাছের ডিম, ডিমের কুসুম, পাকা মাছ, মিষ্টি, চিনি, লবন যতটা পারেন কম খাবেন। টমেটো, শশা, অল্প অঙ্কুরিত ছোলা খাদ্য তালিকায় রাখবেন। রাত আটটায় হাল্কা খাবার খাবেন তারপর রাত্রে কিছু খাবেন না।

২. ব্যায়াম

রোজ সকাল, বৈকালে হাঁটা চলা করবেন। খালি হাতে আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা ব্যায়াম পরিমিত অভ্যাস করবেন।

৩. পরিবার (Family)

বয়স্ক মানুষদের পরিবার এর অন্য সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হয়। আপনার সেবার জন্য পরিবারের সদস্যদের (Family Member) ভূমিকাটি আপনার বোঝা দরকার। অহেতুক রাগারাগি বা ক্রোধ প্রকাশ করা থেকে পূর্ণ সংযত থাকতে হবে। সংসারে অন্যদের সঙ্গে সব ব্যাপারে মানিয়ে চলা (Adjust) দরকার।

৪. Health Check up নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা

৬০ এর উপর বয়স হলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন। যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), ডাইবেটিস, থাইরয়েড, প্রস্টেট এর ব্যাধি ধরা পরে তাহলে ডাক্তারবাবুকে অবশ্যই দেখাবেন। এছাড়া শরীরে যাতে অতিরিক্ত চর্বি (Fat) জমা না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়াম ও নিয়ন্ত্রিত খাবার খাবেন। আজকাল (Alzeimir Disease (অ্যালজাইমার ডিজিজ), ডিমেনশিয়া বেশী বয়সে হতে পারে। এর প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত Creative বা সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে নিয়োগ করুন। জীবনে পজিটিভ অ্যাটিটিউড (Positive Attitude) ভাবে বজায় রাখুন।

Scanned by CamScanner

৫. দাঁত

বয়সকালে দাঁত এর সমস্যা বাড়তে থাকে। এর জন্য রোজ রাত্রে শোবার আগে দাঁত ব্রাশ করা, মাড়ি ভালভাবে মেসেজ করা দাঁতের পক্ষে ভাল। খাবার পর ভালভাবে মুখ ধোওয়া দাঁত ভাল রাখার উপায়। একই ব্রাশ বেশী দিন ব্যবহার করতে নেই।

৬. জীবিকা বা পেশা

যিনি যে পেশার কাজ করেছেন বয়স হলে সেই পেশাতেই কাজ করবেন। সরকারি চাকরিতে ৬০বৎসর এ অবসর (কিছু ক্ষেত্রে ছার) কিন্তু বেসরকারি জায়গায় কিছু ক্ষেত্রে ৬০ বৎসরের বেশী বয়সেও কাজ করা যায়। এছাড়া ব্যবসা যারা করেন নিজের মানসিক ও দৈহিক সামর্থ মতো কাজ করতে পারেন।

৭. অবসর (Retirement)

অবসর জীবনে নিজের সামর্থ মতো সমাজ সেবা করতে পারেন। যেমন রক্তদান শিবির, চোখ পরীক্ষার ক্যাম্পিং নিজের পাড়ায় কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঘরে দিনরাত বিছানায় শুয়ে আবোল তাবোল চিন্তা করে মনটাকে হতাশাগ্রস্ত করবেন না। এটা জানবেন শুধু শরীর ভাল রাখলে হবে না নিজের মনটাকেও ভাল রাখতে হবে। সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন আর একটা কথা বাইরে কোথাও গেলে নিজের পরিচয়পত্র লেখা একটা কার্ড পকেটে রাখবেন। নিয়মানুবর্তীতা ও আলস্য বিমুখতার সাহায্যে দৈনিক জীবন যাপন করুন। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।

বিজ্ঞপ্তি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ও

অক্ষয় কুমার দত্ত

মহাশয়দ্বয়ের দ্বি - শততম জন্মবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা

স্থান — বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহ (সংস্থার দ্বিতলে)

সময় — বিকেল ৫টা

তারিখ — ১৬ই নভেম্বর ২০১৯

Scanned by CamScanner

-ঃঃ গ্রামীণ চিকিৎসক চাই ঃঃ-

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

আমাদের দেশে বর্তমানে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকারীদের মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগ হল তথাকথিত হাতুড়ে চিকিৎসক (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক রিপোর্ট)। তারাই নানা কারণে গ্রামের এবং শহরের গরীব মানুষদের ভরসা। জনসংখ্যা এবং পাশ করা ডাক্তারের অনুপাত সরকারী হিসাবে প্রায় ১৭০০ জনে ১ জন ডাক্তার। কিন্তু এই হিসাব বাস্তবে মূল্যহীন। কারণ, বেশির ভাগ পাশ করা ডাক্তারই শহর, শহরতলি বা সম্পন্ন গঞ্জ এলাকায় প্র্যাকটিস করে। একটা সম্পন্ন গঞ্জে ১০-১৫ জন চিকিৎসক বসে, কিন্তু পাশাপাশি ২০-২৫ টি গ্রামে ৬০-৭০ হাজার লোকের জন্য পাশ করা ডাক্তার নেই। দৈনন্দিন চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাতুড়ে চিকিৎসকদের উপর তারা একান্তই নির্ভরশীল। একটু জটিল রোগ হলে মানুষ শহরাঞ্চলে ছোটে।

গ্রামে ডাক্তারদের সংখ্যা অনুপাতে অনেক কম। তার বাস্তব কারণও আছে। গ্রামে ডাক্তার তত আয় করতে পারবে না, যত বেশি আয় শহরাঞ্চলে সম্ভব। বর্তমানে ডাক্তারি পড়া মানে হল নিশ্চিতভাবে বেশি অর্থোপার্জন করার একটা পেশা। তাই তো বাবা মায়েরা পাঁচটা বিষয়ে টিউটর এবং নামী এন্ট্রাস কোচিং-এ কয়েক লাখ টাকা ব্যয় করে ডাক্তারি পড়তে পাঠায়। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে যদি পড়ে তাহলে আরো ৫০-৬০লাখ টাকা খরচ। এই খরচ তুলতে গেলে যেখানে অর্থলাভ বেশি সেখানে প্র্যাকটিস/চাকরি করবে সেটাই তো বাস্তব পরিস্থিতি। তাহলে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব কারা নেবে?

এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে ১৯৮০-র দশকে তৎকালীন সরকার কমিউনিটি মেডিকেল প্র্যাকটিশনার কোর্স চালু করেছিল। কিন্তু তিন বছরের এই কোর্সের বিরুদ্ধে ডাক্তারদের সংগঠনের প্রবল বিরোধিতায় তা বন্ধ হয়ে যায়। এই সব চিকিৎসকদের জ্ঞানের অপ্রাচুর্যতার যুক্তি দেখিয়ে কোর্সের বিরোধিতা করা হয়েছিল। এখন পুনরায় যখন ব্রিজ কোর্স/এম বি বি এস পর্যায়ের নয় এমন ডাক্তারি শিক্ষার প্রচেষ্টা চলছে তখন আবার বিরোধিতা আসছে। গ্রামীণ মানুষদের চিকিৎসার জন্য নিম্নমানের চিকিৎসক যোগান দেওয়া হচ্ছে কেন, এটাই হল মূল বক্তব্য। বিষয়টাকে খোলা মনে দেখা যাক।

একজন ডাক্তার (জি.পি.) সাধারণতঃ যেসব রোগের নিয়মিত চিকিৎসা করে তার প্রায় শতকরা আশি ভাগই হল মাত্র কয়েকটি রোগ। যেমন, সর্দি-কাশি, জ্বর, পেট খারাপ, আমাশয়, গাঁট বাত, কোমরে যন্ত্রণা, স্পন্ডিলাইটিস, কোমরে ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা, হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, চোট আঘাত, কেটে ছিঁড়ে যাওয়া, প্রস্রাবের সংক্রমণ, রক্তাল্পতা, গর্ভাবস্থা, কিছু সাধারণ স্ত্রী রোগ, অনিদ্রা ইত্যাদি। এই রোগগুলোর চিকিৎসার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োজন, কিন্তু তা অনেক গভীর জ্ঞান না হলেও চলে। এম বি বি এস কোর্সে আরো অনেক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে পড়ানো হয়। কিন্তু এই সব রোগ একজন সাধারণ এম বি বি এস চিকিৎসক সারা জীবনে কম সংখ্যায় দেখে। যেমন, সিরোসিস, ক্যান্সার, লিউকিমিয়া ইত্যাদি। যেগুলোর চিকিৎসা শুধু এম বি বি এস দিয়ে হয় না, লাগে স্পেশালিষ্ট চিকিৎসক।

Scanned by CamScanner

তাহলে শতকরা আশি ভাগ রোগের চিকিৎসার জন্য যদি একটু কম সময়ের কোর্সের ডাক্তার তৈরি করা হয় তাহলে তো ব্যাপক গ্রামাঞ্চলের মানুষের সমস্যার আশু সমাধান হতে পারে। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পাল্টালে (অনেক উন্নত হলে), অনেক বেশি সংখ্যক এম বি ডাক্তার তৈরি হলে তখন স্বাভাবিকভাবেই এই কম শিক্ষিত চিকিৎসকদের প্রয়োজন সমাজে থাকবে না। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন গ্রামের মানুষেরা কি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকবে? গ্রামের লোকেদের জন্য নিম্নজ্ঞানের চিকিৎসকের ব্যবস্থা কি হাতুড়ে (বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাবিহীন) চিকিৎসকদের উপর নির্ভরশীল চিকিৎসার চাইতে কাম্য নয়?

তাই গ্রামে প্র্যাকটিস করবে এমন চিকিৎসক তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হোক গ্রামীণ চিকিৎসক হিসাবে, যার অর্থ হল তারা কেবল গ্রামাঞ্চলে অর্থাৎ পঞ্চায়েত এলাকায় চিকিৎসকা করতে পারবে। কী কী রোগের চিকিৎসা করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট করা থাকবে তাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে, এবং শুধু যে পঞ্চায়েত এলাকায় প্র্যাকটিস করতে পারবে তার উল্লেখ থাকবে বিধিবদ্ধভাবে। ভিলেজ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার (ভি.এম.পি.) এদের নাম দেওয়া যেতে পারে। নামের আগে ভি.এম.পি. লিখতে পারবে, 'ডাঃ' নয়। এর ফলে এম.বি.বি. এস. চিকিৎসকদের সঙ্গে পার্থক্য থাকবে, সাধারণ মানুষ ঐসব চিকিৎসকদের সঠিক অবস্থান জানবে, আর যারা ভি.এম. পি. চিকিৎসক তারাও নিজ অধিকার ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে সসম্মানে আইনসম্মত ভাবে চিকিৎসা করবে।

-ঃঃ বিজ্ঞাপণ ঃঃ-

বিশ্বের সকল প্রবীণ মানুষকে আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই।

১লা অক্টোবর বিশ্বপ্রবীণ দিবসে আমরা যেন বিশ্বের প্রতিটি

মানুষ সুখ ও শান্তি দিয়ে প্রবীণদের জীবন আনন্দময় করে দিতে পারি।

এই হোক আমাদের পণ।

Scanned by CamScanner

-ঃঃ বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের জন্য সব বাসে আসন সংরক্ষণ পুনরায় চালু হোক। ঃঃ-

অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল।

যথোপযুক্ত কারণেই বাস-যাত্রীসাধারণের মধ্যে বয়স্ক বাদে উপরোক্ত দুর্বলতর অংশের জন্য পঃ বঙ্গ সহ সারা দেশে যাত্রীবাহী বাসে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু ছিল। পরবর্তী কালে 'বেথুন ইনস্টিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন' সহ বিভিন্ন গণসংগঠন এ বিষয়ে রাজ্য পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালে পরবর্তী সময়ে বয়স্ক নাগরিকদের জন্যও দুটি আসন সংরক্ষিত করা হয়।

সামান্য কিছু বাসের সহৃদয় কর্মচারী ইদানীং তাদের খেয়াল-খুশী মতো কোনো কোনো সীট এধরনের যাত্রীদের জন্য অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। অনেক বাসে কোনো সংরক্ষিত আসন একেবারেই নেই কিছু বাসে মহিলা আসন নেই। বয়স্কদের জন্য খুব কম বাসে সংরক্ষণ আছে। এমন বাসও চলছে যাতে দুটি বয়স্ক আসন আছে কিন্তু প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের জন্য আসন নেই। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সরকারী কন্ডাক্টর বিরক্ত হয়ে এ বিষয়ে তাঁর দায়িত্ব নেই বলে জানান। প্রতিবন্ধীদের জন্য সব চেয়ে সুবিধাজনক হয় সামনের গেটে উঠে ডানদিকের এবং সকল প্রতিবন্ধী তা জানতেন- এটি একটি বাড়তি সুবিধা। অনেক বাসে প্রতিবন্ধীদের জন্য এখন কোনো ব্যবস্থাই নেই, যে বাসে আছে তাও খেয়াল খুশী মতো। সরকারী বাসে প্রতিবন্ধী আসনকে কন্ডাক্টর বলে চিহ্নিত দেখা যায়। আজকাল কিছু বেসরকারী বাসের পিছনের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে প্রতিবন্ধী আসন পিছনেই থেকে যাওয়ায় প্রতিবন্ধী মানুষের সে আসনে যাবার চেষ্টা করা কষ্টসাধ্য।

অল্পায়াসেই সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে প্রতিটি যাত্রীবাহী বাসে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের জন্য সুশৃঙ্খল ভাবে সুনির্দিষ্ট আসন বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। রাজ্য সরকারের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ দয়া করে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের প্রতি অকারণ বৈরিতা ত্যাগ করে এ বিষয়ে দ্রুত যথা -কর্তব্য করুন।

মুখ্যমন্ত্রী বা পরিবহনমন্ত্রী চাইলে এ সব কাজ দু-সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন না হবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তারা অদ্যাবধি সময় করে উঠতে পারেননি। মনে রাখবেন, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের একটি অংশ এখনো আপনাদের ভোট দেয়। তাদের আসন থেকে তুলে শূলে চড়িয়ে সরকারের কী লাভ হয়েছে? তারা কোনো অন্যায় সুযোগ চাইছে না। যাতায়াতের পথে তারা এতদিন যে সুবিধা পেতো সেগুলির পুনর্বহাল চাইছি। আপনাদের কোনো বাড়তি খরচের দায় নিতে হচ্ছে না। তবুও আপনারা কেন তাদের প্রতি হঠাৎ এত নির্দায়?

রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ নিকট ও দূর পাল্লার সব যাত্রীবাহী বাসে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের প্রতি বৈরীতা ত্যাগ করুন এবং বাধ্যতামূলকভাবে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করুন। তাঁরা সরকারের শত্রু নন, যেমন ভাড়া দিতেন তাই দেবেন, আপনাদের কোনো ক্ষতি করবেন না এবং আপনাদের ভোটও দেবেন। অন্যথায় সংরক্ষণ তুলে দেবার সপক্ষে আপনাদের সুযুক্তিগুলি বিষয়ে আমাদের অবহিত করুন।

বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের সংগঠনগুলির প্রতি এ বিষয়ে সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণের অনুরোধ জানাই। তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি এধরণের জরুরী সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে আমরা কি সচেষ্ট হতে পারি না?

তাত্ত্বিক অলোচনার পাশাপাশি এ ধরণের জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে আমরা কি সচেষ্ট হতে পারি না?

Scanned by CamScanner

-ঃঃ জালিয়ানওয়ালবাগ হত্যাকান্ড ফিরে দেখা ঃঃ-

অশোক রঞ্জন ধর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের জন-জাগরণ ও বৈপ্লবিক কার্য্যশক্তি বন্ধ করতে ব্রিটিশ সরকার দমন পীড়নমূলক "রাওলাট আইন (১৮ মার্চ, ১৯১৯) প্রবর্তন করে। এই আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, বিভিন্ন পত্রিকায় তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানানো হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা এই আইনকে বলে 'a giganite blunder" গান্ধীজি তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই আইনে উকিল নেই, দলিল নেই, আপীল নেই। তিনি সারা দেশে ৬ এপ্রিল, ১৯১৯ ধর্মঘটের ডাক দেন। এটি প্রথম সর্বভারতীয় ধর্মঘট।

আন্দোলন দমনে পুলিশি তান্ডব শুরু হয়। কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিলে গুলি চালালে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। দিল্লী পাঞ্জাবে পুলিশ জনতা সংঘর্ষ ভয়ানক আকার ধারণ করে। গান্ধীজি অবস্থা সামলাতে ৭ এপ্রিল দিল্লী রওয়ানা দেন। ১০ এপ্রিল দিল্লীর নিকট তাঁকে গ্রেপ্তার করে জোর করে বোম্বাই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অমৃতসর ও লাহোরে পিপলস্ কমিটির নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন চলতে থাকে। পাঞ্জাব সরকার ডঃ সৈফুদ্দিন কিচলু ও ডঃ সত্যপাল অমৃতসরের দুই নেতাকে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য গ্রেপ্তার করলে (১০এপ্রিল) এবং এই সঙ্গে গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ক্ষিপ্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সেনারা বিনা নোটিশে গুলি চালানোয় ২০ জন মারা যান এবং আহতের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে জনতা অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন সরকারী অফিস, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ লাইন, ব্যাংক ও ইউরোপীয়ানদের আক্রমণ করে। চারজন ইংরেজ মারা যান। চার্টার্ড ব্যাংকের ইংরেজ ম্যানেজার ভারতীয় কর্মচারিদের জন্য এবং মিস শেরউড নামে রাস্তায় আক্রান্ত ইংরেজ মহিলা এক ভারতীয় ডাক্তারের জন্য বেঁচে যান।

পাঞ্জাবের প্রশাসক গর্ভনর মাইকেল ও ডায়ার এর অত্যাচার পাঞ্জাবকে বারুদের স্তূপে পরিণত করে। যুদ্ধের জন্য জোর করে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করা, গদর বিদ্রোহ দমনে অত্যাচার, বেকার শিখ সৈন্যদের সমাবেশ ইত্যাদি ঘটনায় পাঞ্জাবের মানুষ প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়েছিল, আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে অমৃতসরের শাসনভার সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। নেতৃত্বে থাকেন জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার। সামরিক আইন জারি করে ১১ এপ্রিল, ১৯১৯ থেকে জনসভা/সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

১২ এপ্রিল জেনারেল ডায়ার ১২৫ জন ব্রিটিশ ও ৩১০জন দেশীয় সেনা নিয়ে সারা শহরে রুট মার্চ করেন। ঐদিন বিকালে হিন্দুসভা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত সভায় স্থির হয় পরদিন (১৩এপ্রিল) সাড়ে চারটার সময় জালিয়ানওয়ালা বাগে একটি জনসভা হবে এবং ডঃ কিচলু ও ডাঃ সত্য পালের ধর্মশালা থেকে লেখা দুটো চিঠি পড়া হবে। ঐদিন থেকে উক্ত দুই নেতার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত হরতাল চলবে।

১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ রবিবার। বৈশাখী পূর্ণিমা অমৃতসরে মেলা বসে, স্বর্ণমন্দির হয়ে দলে দলে লোক (প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার) জালিয়ানওয়ালাবাগের সমাবেশে জমায়েত হয়। উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত বাগে ৪টি খুবই শুরু গলিপথ, সভার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে দুটো প্লেন বাগের উপর দিয়ে উড়ে যায়। জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে, হংসরাজ আশ্বাস দিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

Scanned by CamScanner

জেনারেল ডায়ার ২৫জন রাইফেলধারী শিখ, ২৫জন গোর্খা, ৪০ জন কুসরীধারী সৈন্য ও ১টি ছোট ক্বামানবাহী গাড়ী নিয়ে বাগের প্রবেশমুখে পৌছেই ৫০জন রাইফেলধারী সৈনিককে নিয়ে গলির শেষে উঁচু ঢিবির উপর চলে যান। উপস্থিত জনতাকে কোনপ্রকার হুশিয়ারী না দিয়েই তিনি সেনাদের গুলি চালাবার আদেশ দেন। গুলি চলে দশ থেকে পনেরো মিনিট যতক্ষণ না মজুত গুলি নিঃশেষিত হয়। অসংখ্য মৃত ও আহতদের রেখে বাগকে নরককুন্ড করে ডায়ার তাঁর দলবল নিয়ে আন্দাজ সাড়ে চারটায় চলে যায়। রাত আটটার পর বাড়ীর বাইরে যাওয়া বেআইনী। হতাহতরা প্রায় সবাই সারারাত ওখানেই পড়ে রইল। পরদিন সেবা সমিতি ৪৪জন পরিচয়হীনের সৎকার করে। সেবা সমিতির সদস্যরা অমৃতসর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রতিটি গৃহ তল্লাশী করে ৪৮২জন মৃতের তালিকা তৈরি করে। ডেপুটি কমিশনার F.H. Burton ঐ তালিকা থেকে ২বার নাম থাকা ১৫জন, তখনও জীবিত ১৩জন, নিখোঁজ ৩১জন এবং অজানা ৪৪জনের নাম বাদ দিয়ে ৩৭৯ জন জালিয়ানওয়ালা বাগে মৃত এবং এর তিনগুণ আনুমানিক ১২০০জন আহত বলে মেনে নেন। যদিও বেসরকারী মতে নিহতের সংখ্যাই হাজারের বেশী এবং আহত অনেক। ডেপুটি কমিশনার ব্যক্তিগত ভাবে মনে করতেন মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৪১৫। নিহতদের মধ্যে মহিলা ২জন, সর্বকনিষ্ঠের বয়স ৮ ও সর্বজ্যেষ্ঠর বয়স ৮০ বৎসর। ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু ২১৭, শিখ -১৩২, মুসলমান ৫৭ (মোট ৩৭৬)। এই জঘন্যতম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড (Jallianwalabug Massacre) নামে পরিচিত।

১৪ এপ্রিল অমৃতসর সহ পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় সামরিক আইন জারি হয়। চলে ৯ জুন পর্যন্ত। বিশেষ আদালত গঠন করে অন্তত ৫১জনকে মৃত্যুদন্ড ও বহু মানুষকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড দেওয়া হয়। শহরের লোকের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠল। যে রাস্তায় মিস শেরউড আক্রান্ত হয়েছিলেন সেখান দিয়ে ভারতীয়দের হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হত। সামনে কোন ইংরেজ এলে সেলাম ঠুকতে হত। গান্ধীজির কথায়, এই ভয়ঙ্কর দুর্ব্যবহারের তুলনায় জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতা গৌণ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে রাওলাট সত্যাগ্রহ নিয়ে এই আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহ সেখানে হিংসার প্রবেশে গান্ধীজি মর্মাহত হয়ে ১৯১৯ সালের ১৮ই এপ্রিল এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তিনি সরকারকে বিব্রত করতে চাননি। তিনি বলেন যে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা তাঁর ভুল হয়েছে 'Himalayan miscalculation'।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত নগ্নরূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দেশে বিদেশে সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ".... the horrors of Jallianwalabug Kindleda conflagration throughout India. It penetrated north, south, east and west and for a time stirred the hearts of all" কংগ্রেস নেতা সি. এফ. এন্ড্রুজ এই ঘটনাকে কসাইখানার গণহত্যা ("It was massacre, a butchery) বলে নিন্দা করেছেন। গান্ধীজি ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় লেখেন This satanic government cannot be mended, it must be ended"- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে ৩১মে একটি খোলা চিঠি লিখে এই বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

Scanned by CamScanner

লর্ড হান্টারের সভাপতিত্বে ঘটিত তদন্ত কমিটি জেনারেল ডায়ারের সিদ্ধান্ত ভুল (error of Judgement) ও misconception of duty বলে উল্লেখ করে। তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ইংল্যান্ড ফিরে যান। ব্রিষ্টলে ২৩ জুলাই, ১৯২৭ তিনি মারা যান। পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের সময় পাঞ্জাবের লেঃগর্ভনর মাইকেল ও ডায়ারকে লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে গুলি করে হত্যা করেন গদর পার্টি ও হিন্দুস্থান রিপাবলিকান সোসালিষ্ট আর্মির সদস্য বিপ্লবী পাঞ্জাবের উধম সিং। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪০ সালের ৩১ জুলাই উধম সিংয়ের ফাঁসি হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন মূল্যবোধ নিয়ে আসে। নানা বিধিনিষেধ এবং কারফিউ থাকা সত্ত্বেও হাজারো লোকের দেশের জন্য একত্রিত হয়ে শহীদ হয়ে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন প্রেরণা দেয়। আমাদের এই স্বাধীনতায় ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে যাঁরা হতাহত হয়েছিলেন তাঁদের মহত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক এই হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য গান্ধীজি, চিত্তরঞ্জন দাস, আব্বাস তায়াবজীকে নিয়ে গঠিত কমিটি ২৫মার্চ, ১৯২০ তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

জাতীয় কংগ্রেস প্রধানতঃ গান্ধীজির উদ্যোগে উদ্যানটি কিনে নিয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়। কবিগুরু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন "কোনও চিহ্নের দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা, আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে।" তবু এক বৎসরের মধ্যে স্মৃতি সৌধ তৈরী হয়।

২০১৩ সালে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এই স্মৃতি সৌধ পরিদর্শন কালে আশা করা গিয়েছিল যে তিনি এই ঘটনার জন্য তাঁর দেশের হয়ে ক্ষমা চাইবেন কিন্তু না - তিনি পরিদর্শন বইতে লেখেন This was a deeply shameful event in British history, one what Winston Churchil rightly described at the time as monstrous. We must never forget what happened here. And in remembering we must ensure that the United Kingdom stands up for the right to peaceful protest around the world. জালিয়ানওয়ালাবাগের পাশবিক হত্যাকান্ড হয়েছে ১০০ বছর (১৩এপ্রিল, ১৯১৯) পূর্বে। কিন্তু এখনও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শয়তানের বেশে মানবতার শত্রুরা ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের সাথে বিশ্বব্যাপী আততায়ীদের হাতে নিহত শান্তিকামী মানুষদেরও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশ্বনিয়ন্তার নিকট কবিগুরুর প্রশ্নটি রাখছি —

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভালো।

তথ্যের জন্য ঋণী -

১। ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস - জীবন মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুভাষ বিশ্বাস, ২। জালিয়ানওয়ালাবাগ - ভীষ্ম সাহনী, ৩। Jallianwala Bagh - Kim A Wagnor

—

Scanned by CamScanner

-ঃঃ ভারতে প্রবীণদের সুরক্ষা পরিকল্পনা ঃঃ-

রমাপ্রসন্ন দত্ত

আমাদের দেশে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকারী পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ না করলে সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে বিপুল আকারে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কল্যাণে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বহুবিধ সমস্যা।

বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার ১৩০কোটির মধ্যে শতকরা ১১ শতাংশ প্রবীণ মানুষ। এখন এই বিপুল সংখ্যক প্রবীণ মানুষের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রবীণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিভাগ স্থাপন করা, কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে। এই বিভাগের কাজ হওয়া প্রয়োজন প্রবীণদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। যেমন, নারী ও শিশুদের জন্য বিভাগ আছে, কল্যাণ সাধনের জন্য সেই রূপ প্রবীণদের কল্যাণ বিভাগ সমগ্র দেশে প্রতিটি রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় সরকারে চালু হওয়া প্রয়োজন। এই বিভাগের কাজ হবে প্রবীণ মানুষের কল্যাণে কার্যকারী সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এটি না করতে পারলে প্রবীণদের বহুবিধ সমস্যার সমাধানে সুবিচার করা সম্ভব নয়। তার ফলে প্রবীণ মানুষের বিপুল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় না যা করা বিশেষ জরুরি।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বলা যায় প্রতিটি প্রবীণ মানুষের জন্য পেনশন চালু করা। এটি দৈনিক দুইশত টাকার হিসাবে মাসিক ছয় হাজার হওয়া প্রয়োজন। এখন এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ভার বহন করার জন্য উন্নত দেশের মতো যদি আমাদের দেশে আয়ের ১ শতাংশ 'সামাজিক সুরক্ষা কর' বাবদ নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে। প্রথমত অগ্রাধিকার প্রদান করা যাঁরা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে তাঁদের জন্য। তারপর পরবর্তী স্তরে পেনশনের কথা ভাবতে হবে অন্যদের জন্য যাঁরা ষাট বছর অতিক্রম করেছেন। এটি প্রবীণদের জীবন ধারণের অন্যতম অবলম্বন। খুব যত্নের সাথে এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত বলা যায়, প্রবীণদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক সুব্যবস্থাথাকা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড়ে সুচিকিৎসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। নিজে রোগী নিয়ে দেখেছি জরুরি চিকিৎসায় দীর্ঘ বিলম্বে রোগ জটিল আকার ধারণ করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা এতটাই ব্যয়বহুল যে সাধারণ দরিদ্র মানুষ তার সুযোগ নিতে পারে না। ডাক্তারবাবুরা তাঁদের পারিশ্রমিক এতটাই বাড়িয়ে চলেন যে সাধারণ মানুষ খুবই কষ্ট পান। এমন ডাক্তাররা আছেন যাঁরা প্রতিটি রোগীর থেকে চার হাজার টাকা ফি নিয়ে থাকেন। সেইজন্য গরিব প্রবীণদের স্বতন্ত্র জেরেন্টোলজি বিভাগ প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে রাখা দরকার। গরিব মানুষ যাতে সুলভে ঔষধ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমাদের রাজ্যের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। ডাক্তারবাবুদের প্রবীণদের প্রতি আরও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। কতিপয় ডাক্তারবাবু এই বিষয়ে আদর্শ ভূমিকা পালন করেন। প্রবীণ মানুষের জন্য স্বতন্ত্র হসপিটাল ও অন্য প্রতিটি হসপিটালে আলাদা জেরেন্টোলজি বিভাগ থাকা দরকার, যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা অল্প সময়ে পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner

চতুর্থত বলতে হয়, 'পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা আইনে' বলা আছে প্রতিটি জেলায় একশত শয্যাবিশিষ্ট বৃদ্ধাবাস গড়ে তুলতে হবে। যাঁরা সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষ তাঁদের জন্য। কিন্তু সেই আইনের নির্দেশিকা কবে বাস্তবায়িত হবে আমাদের জানা নেই। এদিকে বৃদ্ধাবাসের বিপুল চাহিদা। তাই সেই সুযোগে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ বৃদ্ধাবাস স্থাপন করে বিপুল অর্থ দাবী করে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অনেক বেসরকারি বৃদ্ধাবাস মাসিক দশ বিশ অথবা ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে থাকেন। এর প্রতিকার হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বৃদ্ধাবাস স্থাপন করলে ভালো হয়। আশা করা যায়, এর দ্বারা অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শোষণ করা বন্ধ হতে পারে।

যে অবস্থার কথা না বলে পারা যায় না, তা হল প্রবীণদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। প্রায়শই দেখা যায়, একাকী বৃদ্ধবৃদ্ধারা খুন হয়ে যান তাঁদের সম্পত্তি নেওয়ার জন্য। আর তার উপর পারিবারিক নির্যাতন সমানে চলে, তাঁদের বাড়ি, জমি ও ধনসম্পদ হস্তগত করার জন্য। অবিলম্বে প্রতিকার হওয়ার দরকার। নতুবা প্রবীণদের নিরাপত্তা খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরুক করা যায় এমন কিছু পাঠ্যক্রম থাকা প্রয়োজন। বার্ধক্য বিজ্ঞান অবশ্য পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। প্রবীণদের বিপুল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের প্রভূত উন্নয়ন করা সম্ভব। তরুণ প্রজন্মকে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিয়োজিত করতে প্রবীণদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। যাঁরা সক্ষম প্রবীণ তাঁরা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে এই প্রকল্পে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কার্যকরী করতে পারেন। প্রবীণ প্রবীণারা সমাজের কল্যাণে নিজের শ্রম দান করে আনন্দ লাভ করবেন। এর জন্য প্রয়োজন সুসংহত পরিকল্পনা। আগামী দিনে সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রবীণদের কল্যাণে অগ্রসর হবেন এই কামনা করি।

-ঃঃ বিজ্ঞপ্তি ঃঃ-

সদস্য / সদস্যা ও তাদের নিকটবর্তী আপনজনদের জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি বিষয় সামান্য খরচে প্রবীণবার্তায় ছাপানো যেতে পারে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন।

Scanned by CamScanner

-ঃঃ বিশ্ববোধ ও মানবতা ঃঃ-

তপন কুমার দাস

ইসরোর পরিচালনায় যখন আমাদের বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-২ পারি দিচ্ছে আর একটা গ্রহের সন্ধানে, আমরা তখন তিন তালাক নিয়ে সংসদে এবং সংসদের বাইরে আলোচনা করছি। ভাল কি মন্দ নিশ্চয় আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিতর্ক থাক সাধুবাদ কিন্তু এখনও আমরা অনেক পিছনে দাড়িয়ে আছি।

বিশ্ববোধ এবং মানবতা মানুষের আসল আত্মপরিচয়, জাতি পরিচয়, ধর্ম পরিচয়, ভাষা পরিচয়, নাগরিক পরিচয় প্রাথমিক ভাবে থাকছে না কোনও অর্থেই। যারাই জাতীয়তার কারণে বা ধর্মের কারণে মনে করেন 'আমি আইরিস' 'আমি মুসলমান কিংবা হিন্দু' তারা বিশ্ববোধে পিছিয়ে আছেন। আমেরিকা কার দেশ? ক্যাথলিক খ্রিস্টান, প্রোটেস্ট্যান্ট, ইহুদী বা রেড ইন্ডিয়ানদের দেশ কী? এখন সেখানে হিন্দু, মুসলমান, চিনা, ভারতীয়, আফ্রিকান, পর্তুগিজ প্রভৃতি সকলেরই দেশ হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে তেমনই হতে হবে। উন্নত আধুনিক দেশের সেটাই বৈশিষ্ট্য। সৌদি আরবের অনেক অর্থ আছে, সামরিক শক্তিতেও উন্নত। কিন্তু বিশ্ববোধে একটি রক্ষণশীল পশ্চাৎপদ দেশ। বর্তমানে একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ আজ এতই স্বচ্ছন্দে বসবাস করে, অনেক ক্ষেত্রে বসবাস করতে বাধ্য হয়, যে সেখানে মানব পরিচয়ই অভিন্ন রাষ্ট্রীয় নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। উদ্বাস্তু সমস্যার মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে জন্মভূমির কথা ভুলে যেতে বাধ্য হয়। নাগরিকত্বই প্রায় সর্বত্র বদল হয়ে চলেছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জাতি – ভাষাভাষী ধর্মের একটি দেশে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম জিগির উঠে দেশ বিভাগ না হলে গোটা ভারত হতে পারত সব থেকে বেশি জাতি-উপজাতি-ভাষাভাষীর এক পবিত্র ধর্মের দেশ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যত অনেক দেশের একটি জনপদে পরিণত হওয়া।

রাশিয়ার সেই অবস্থায় আসার পথ থমকে দাঁড়ানোতে বদলে যেতে হল। অনেক রকমের জি-গোষ্ঠী তো এক দেশে থেকে বহুদেশের একত্র কার্যকলাপের লক্ষ্যেই গঠিত। বৃহত্তর জি-গোষ্ঠী হল মানব গোষ্ঠী। ধনতন্ত্র এখন আর একটি দেশের অর্থনৈতিক স্তর হিসাবে গণ্য হতে পারে না। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নে কার্যত বিশ্ববোধের অনিবার্য উত্তরণ।

পৃথিবীতে সুদূর অতীত থেকেই এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলের সম্মান করেছে। অন্য অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। প্রবজ্যা তো গোটা পৃথিবীকেই পথের সামনে নিয়ে এসেছে। নানা অভিযান - মেরু অভিযান, পর্বতাভিযান, সমুদ্র পথে অভিযান বিশ্বকে জানার, যুক্ত করার ভূমিকাই পালন করেছে! আলবেরুনি, মেগাস্থিনিস, হিউয়েংসাং, ক্যাপ্টেন স্কট, ভাসকোডাগামা, ম্যালরি প্রভৃতি তো বিশ্ববোধ তাড়িত সত্তা। তাঁরা গোটা বিশ্বকে পরস্পর চেনার আলোতে নিয়ে আসেন। বিশ্ববোধ আর মানবতা ছাড়া আমাদের কাছে আর নতুন আলো কি আছে এটাই আজ আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন। আমাদের একটাই পরিচয় মান-হুস্।

—

Scanned by CamScanner

-ঃঃ কতদিন দেখা হয়নি ঃঃ-

ছায়া মুখোপাধ্যায়

রক্তিম বাবু অফিসের গেট থেকে বেড়িয়ে সোজা রাস্তা ধরে ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ অনেকদিনের পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেল। আবেগ চাপতে না পেরে হঠাৎ কবির সুমনের গান ধরেই বললেন "বন্ধু কী খবর বল"? কতদিন দেখা হয়নি। বন্ধু অনির্বাণও আপ্লুত হয়ে বায়না ধরলো যে আজ আর এই ট্রেনটা ধরতে হবে না। চল্ আমরা দুজনে একটু নিরিবিলিতে বসে অনেক দিনের জমা কথা একটু আদান-প্রদান করি। দ্যাখ না হলে আমারও ঘুম হবে না, আর তোরও ঘুম হবে না। দুজনেই একপা দু-পা করে কিছুটা এগিয়ে পাশেই একটা ছোটপার্কে বসার জায়গাও পেয়ে গেলেন। দুজনে গিয়ে বসলেন। বসার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল তাদের ফেলে আসা দিনগুলির কথা। একে অপরকে কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। প্রশ্ন উত্তরের তো শেষ নেই। এই তোর মনে আছে যে তোর বিয়ের এক বছরের মধ্যেই আমার বিয়ে হয়েছিল। আর আমরা দুজনেই দুজনের বিয়েতে বরযাত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। তারপর থেকে তুই রয়ে গেলি উত্তর ২৪ পরগণায় আমি দক্ষিণ কলকাতায়।

তাও আগে মাঝে মধ্যে দেখা হোত, কিন্তু আজকাল মোটেই দেখা হচ্ছে না। হ্যাঁরে মাসিমা-মেশোমশাই কেমন আছে রে? দাঁড়া একটু দাঁড়া, দীপাকে একটু ফোন করে তারপর বলছি। রক্তিম বাবুর স্ত্রীর নাম দীপা। সে তাকে ফোন করে বলছে যে তার বাড়ি ফিরতে আজ একটু দেরী হবে। কারণ ছোটবেলার প্রিয় ও একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে হঠাৎই দেখা হয়েছে। আমার আর ওর অনেক কথা জমে আছে, সেগুলি একটু বিনিময় করে তারপর...

তুই বুঝলি তো কেন ওকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম। কেননা আজকাল তো বাড়ি থেকে অক্ষত শরীরে ফিরবো কিনা তাতো কেউই বলতে পারে না। নিত্যদিন ট্রেনে, মেট্রোতে, বাসে, অটোতে ধাক্কাধাক্কি, ঠোকাঠুকি উল্টে যাওয়া ইত্যাদি লেগেই আছে। এই তো গত মাসেই নাট্য ও সিনেমা জগতের একজন একনিষ্ঠ কর্মী, সৎ, সজ্জন ব্যক্তিকে মেট্রোরেলের দরজায় হাত আটকে প্রাণ বিসার্জন দিতে হল, বাড়ির লোকজন সংবাদ পাওয়া মাত্র দিশেহারা, তাই বাবা, মা ও স্ত্রীকে একটু চিন্তা মুক্ত করার জন্যই ফোন করে জানিয়ে দিলাম।

এবার আমার খবর বলছি শোন, বাবা তো এখন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, পেনশনভোগী, শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালই, তবে সামান্য রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়েছে। চিকিৎসককে দেখিয়ে নিয়মিত ওযুধ খান, আর মা ও তো বেশ সুস্থ আছেন। তবে ইদানিং মায়ের হাঁটুর ব্যথাটা একটু বেড়ে গেছে। ভাবছি একজন অর্থপেডিক ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবো। আর একটা ছেলে আছে। তার নাম সৈকত। সে এখন ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলে চতুর্থশ্রেণিতে পড়াশুনা করে। প্রচন্ড বুদ্ধিমান ছেলে। ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমিই হাঁফিয়ে উঠি। এদিকে বাড়ির সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা প্রায় সবটাই দীপাই সামলে দেয়। আমার অফিসে এমন কাজের চাপ, শুধু ছুটির দিন ছাড়া আমি মোটেই ওকে সময় দিতে পারি না। তাই আজকাল মাঝে মাঝেই ও মেজাজ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তাই বলে আমি মোটেই মেজাজ হারাই না। কারণ উভয়েই মেজাজ হারালে ওর বাঁচার ইচ্ছাটাই আর থাকবে না, কাজেই ছুটির দিনে যতটা পারি ওর কাজে সহযোগিতা করি। কারণ ও যদি খুশি থাকে তাহলেই কিন্তু আমরা সকলেই বাঁচব, আনন্দ খুঁজে পাবো।

Scanned by CamScanner

সংসারের বাঁধন ঠিক রাখতে আমি প্রতিদিন সকালের প্রথম চা তৈরী করে বাবা- মা ও দীপাকে ডেকে খাওয়াই। তারপর থেকে সংসারের চাবিকাঠি চলে যায় দীপার হাতে, সেই রাত পর্যন্ত চলে। তারপর সপ্তাহে অন্তত দু'দিন বাজার করি। আর যা প্রয়োজন তা অঞ্চল থেকে সে-ই তো সংগ্রহ করে নেয়। ছেলের অবশ্য সকালেই স্কুল। তাই আমি ওকে পৌঁছে দি। ওর মা গিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। তারপর অবশ্য তাঁর অর্ধসমাপ্ত রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে বাঁকি অন্যান্য কাজ সারে। এছাড়া মা-ও সংসারের অল্পবিস্তর কাজ করেন। নাতি সৈকতকে মাঝে মাঝে স্নানও করিয়ে দেন। তারপর দীপা সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে পড়াতে বসে। খাবার সময় দাদুর সঙ্গে নাতির নানা রকমের গল্পে মস্‌গুল থাকে। তখন কিন্তু দীপার কোন কথাই শোনে না সৈকত। ওইটুকু সময়তো তাকে ছাড় দিতেই হবে। দাদাইও বলেন যে ও যখন আমার সঙ্গে খেলা ও গল্প বলবে তখন যেন ওকে কেউ বাঁধা না দেয়। কিন্তু দাদাইও তো খেয়াল রাখেন ও যেন মায়ের কাছে পড়তে বসার সময় ঠিকমতো পড়াশুনা করে নেয়, নইলে সে আর তার সাথে গল্প আর খেলাধূলা, ধাঁধাঁ কোনটাই করবে না। এছাড়া মা বলেন মাসের প্রথম দিকে ওদের নিয়ে একটু আশেপাশের কোথাও একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয় কোথাও থেকে একটু খাওয়া দাওয়া সেরে আয়। আর বছরে অন্তত একবার আমাদের সাধ্যমত কাছে পিঠে দিন কয়েকের জন্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখে একটু গৃহস্থালি ও অফিসের কাজের বিরাম ঘটাই। তাতে আমাদের সকলের বিশ্রাম সহ জীবনের দৈনন্দিন একঘেয়েমী কাটে। আবার নিয়মিত কাজকর্ম গুলি চালিয়ে নিতে অক্সিজেনের কাজ করে। আজকাল তো আর যৌথ পরিবার নেই। সবই তো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। তবুও আমি আমার এই ছোট যৌথ পরিবারকে ধরে রাখতে চাই চিরদিনের জন্য। তবুও তো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বলতে কিছুর একটা অস্তিত্ব আছে। আগামী প্রজন্মের কাছে সে ব্যাপারটাও অন্ধকারময় জীবন যন্ত্রণা। কারণ অনেক বয়স পর্যন্ত এখনকার ছেলে-মেয়েরা আর্থিকভাবে স্টেবল জায়গায় পৌঁছাতে পারছে না। আবার তারা জীবনে কোন আত্মত্যাগের শিকার হতে চাইছে না। ফলে অবস্থা ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

এতো গেল আমার কথা এবার তোর কথা তো কিছুই বলা হল না। হ্যাঁ, আমার বুকে রয়েছে গভীর যন্ত্রণা। তাই আমি তোর কথাই মন দিয়ে শুনে নিলাম। কেন রে? তোর আবার কী হল? আজকালতো জানিস কেউ কারো বন্ধু হতে পারছে না। পাড়া বলতেও আজকাল আর কিছুই নেই। সকলেই ইট-কাঠের জঙ্গলে বাক্সবন্দী জীবন কাটাচ্ছে। কেউ কারোর খবর রাখে না। কে মরলো আর কে বাঁচলো তাতেও কারোর কিছু যায় আসে না। কোন বাড়ীতে কারা থাকে, কতজন থাকে? বা কী তাদের জীবিকা তাও খোঁজ খবর রাখে না কেউ। এ এক অদ্ভুত জীবন যাপনে মানুষ আজ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ কারো বাড়িতে এলে সাগ্রহে তাকে ডেকে বাড়িতে বসানোর আগ্রহ মানুষের একেবারেই কমে যাচ্ছে। কারণ ভয়ে মানুষ ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। রোজ মানুষ সকালে টি.ভি. খুললেই দেখছে প্রবীণ-প্রবীণাদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর। আর তা ঘটছে অত্যন্ত নিকট আত্মীয়দের দ্বারা নয়তো বাড়ির দৈনন্দিন কাজের সহযোগিদের দ্বারা। তাদের খুন করার উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই হয় সম্পত্তি হাতানো, নয়তো যেনতেন প্রকারেণ সর্বস্ব লুঠ করে হঠাৎ রাজা সাজা। আজকাল অবশ্য দক্ষিশ কলকাতা জুড়ে এ ঘটনায় পুলিশ খানিকটা নড়ে-চড়ে বসে মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করছে। তারপর তাদের কী হচ্ছে তা কিন্তু কেউ সঠিকভাবে জানতে পারছে না। মৃত্যুর পূর্বে কিন্তু পুলিশ এগুলির কিনারা করতে পারছে না। কাজেই আরও সাজা হওয়ার প্রয়োজন আছে। এর সাথে কিছু অসাধু প্রমোটাররাও যুক্ত আছে।

Scanned by CamScanner

আরে, তুই আমাদের পাশের সেই ছোট্ট ছেলেটা টুকুনকে দেখেছিলি না? তাকে এখন দেখি দামী পোশাকে, দামী বাইক চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই আর্থিক উৎস কোথায় তা জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই কারোর। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে কোন্ আলাদিনের প্রদীপ হাতে এলো? ওর একটা ছোট্ট বোন- ফুটফুটে ফরসা, বেশ চটকদারী চেহারা। রোজ সকালে সেজেগুজে বের হয়। কোথায় যায়? কী করে কেউ জানে না। ও বলে আমি চাকরি করি। রোজ রাতে একটু বেসামাল অবস্থায় কালো কাঁচে ঢাকা গাড়িতে গভীর রাতে বাড়ি ফেরে। এতো গেলো প্রতিবেশিদের কথা।

এবার আমার জীবনের কথা শোন। আমার একটা মেয়ে আছে, তার নাম ঝিমলি। আর আমার স্ত্রীর নাম তো জানিস-ঝুমা, জানিস গত বছর জুলাই মাসে ঝুমা মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যাচ্ছিল এমন সময় পথে কিছুটা দূর এগোতেই গুরু গম্ভীর শব্দে আকাশফেটে বজ্রপাত হল। আর আমার স্ত্রী তার কবলে পড়ে পথে লুটিয়ে পড়ে রইল। পথে অবশ্য মানুষেরা প্রাণভয়ে একটু দূরে ছোটাছুটি করতে লাগলো, কেউ ফিরেও তাকালো না ওর দিকে। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টিবাদলের তান্ডব থামলে পথ-চলতি মানুষের নজরে এলো ঐ পড়ে থাকা মানুষটার দিকে। তখন এক এক করে বহু মানুষই জড়ো হতে লাগল। কেউ বলে ওনাকে চিনিনা, আবার কেউ বলে ওনাকে চিনি, উনি বোধ হয় মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অনির্বাণদের পাশের বাড়িতে থাকেন সুশোভন দা। উনি এসে প্রথমেই চিনতে পারলেন আর বললেন যাই আমি বাড়িতে গিয়ে খবর দিই। এর মধ্যে ভিড়ে জমে থাকা মানুষরাই কেউ কেউ লালবাজারে ও থানায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। সুশোভনদা বাড়িতে গিয়ে ওনার স্ত্রীকে বলেন, স্ত্রী তখন বলেন বাড়ি বৃদ্ধামাসিমা একা আছেন। ওনাকে এখন আমি জানাবো না। কিন্তু ওনার পাশে গিয়ে আমি থাকছি। আর তুমি অনির্বাণকে ফোন করে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলো।

এদিকে মেয়ের স্কুল থেকে বারে বারে ফোন করা সত্ত্বেও কেউ ধরছে না। সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানদের ভিড়ে চারিদিক ছেয়ে গেছে। পুলিশ মৃতদেহের চারপাশে কাউকে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। গার্ডরেল লাগিয়ে দিয়ে জনতার চাপ সামলাচ্ছেন। এখন সময় অনির্বাণের ফোন বেজে উঠল ক্রীং। সাথে সাথে সে ফোন ধরে জানতে পারলো যে আজ ঝুমা মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যায়নি তাই আমাকে তাড়াতাড়ি দিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে। প্রিন্সিপালকে জানিয়ে দিল অফিস থেকে মিনিট ৪০ এর মধ্যে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসছি আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। ওদিকে ঝিমলি তো এমন অবস্থায় পড়েনি কোনদিনই। তাই সে শুধু কেঁদেই চলেছে। অনির্বাণ ছুটে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বলতে গিয়ে হঠাৎ আবার ফোন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে শুনতে পেল আমি সুশোভনদা বলছি তুমি যত তাড়াতাড়ি পার বাড়ি ফিরে এসো।

এদিকে পুলিশ সকলকে জানিয়ে দিল যে কেউ দেহ স্পর্শ করতে পারবেন না। ওনার বাড়ির লোকজন কোথায়? দেহ আপনাদের হেফাজতে থেকে ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ কেউ নিতে পারবেন না। এর মধ্যে মেয়েকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোতেই চোখে পড়ল যে কোন কিছুকে ঘিরে বেশকিছু জনতা দাঁড়িয়ে আছে। আমি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম - কী হয়েছে এখানে? আর কিছুটা ভিড় ঠেলে এগোতেই চোখে পড়ল ঝুমার শাড়ি পড়ে কে যে পথে শুয়ে পড়ে আছে। আমি কিছুক্ষণ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে একটু এগিয়ে একটা গাছের তলায় বেদিতে ধপ্ করে বসে পড়লাম। এদিকে ঝিম্‌লি তো বলেই চলেছে – ও বাবা, বাবা মায়ের কী হয়েছে? মা, কেন আজ আমাকে আনতে যায়নি। অনির্বাণ স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মেয়ের কোন কথারই

Scanned by CamScanner

উত্তর সে উত্তর দিতে পারলে না। তারপর হঠাৎ করে ডুকরে কেঁদে ফেললো। এমন সময় সুশোভনদা দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, চলো আমরা বাড়ি ফিরে যাই। মাসিমা কিছুই জানে না, আমার স্ত্রী মাসিমার কাছে আছে। আমি তখন ওদের সকলের দায়িত্ব আমার স্ত্রীর কাছে তুলে দিয়ে চলে এলাম পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে। তারা জানিয়ে দিলেন যে ময়না তদন্তের পর আগামীকাল বিকালের দিকে দেহ আমরা আপনাদের কাছে ফেরৎ দেবো।

অনির্বাণ সারারাত ভেবে কোন কুলকিনারা পায় না। সকালে সুশোভনদা বাড়িতে আসতেই তাকে প্রশ্ন করে বসেন। আচ্ছা আমাদের দেশে তো বিজ্ঞান বেশ তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। কয়েক বছর আগেই তো ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিজ্ঞান বিজ্ঞানী এ.পি. জে. আব্দুল কালাম পরমাণু বোমা আবিস্কার করে ফেললেন। আর এই তো ৪ঠা জুলাই ২০১৯ অন্ধ্রপ্রদেশের হরিকোটার ইস্রো থেকে চন্দ্রযান - ২ চাঁদে পারি দেবার জন্য উৎক্ষেপণ করা হল। তাহলে আজও কেন আবিস্কৃত হল না। বজ্রবিদ্যুতের কবল থেকে মানুষকে ও অন্যান্য প্রাণী রক্ষা করার বৈজ্ঞানিক কৌশল? এ বছর তো প্রচুর মানুষ বজ্র বিদ্যুতের আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাই বিজ্ঞানীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা যত শীঘ্র সম্ভব গবেষণার দ্বারা আবিস্কৃত হোক এমন যন্ত্র বা পরিধেয় যা শরীরে ধারণ করলে আচমকা এমন বজ্রবিদ্যুতের ছোবলে সাধারণ মানুষকে বা বিশেষ কোন মানুষকে আর প্রাণ হারাতে না হয়।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এর উদ্যোগে

বরিষ্ঠ নাগরিক অধিকার সচেতনা সম্মেলন

স্থান — বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহ (সংস্থার দ্বিতলে)

তারিখ — ২১শে ডিসেম্বর, ২০১৯

সময় — সকাল ১০টা

সম্মেলনে অংশগ্রহন করতে বরিষ্ঠ নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানাই।

Scanned by CamScanner

-:: প্রবীণদের ডাক / প্রবীণদের কাছে নতজানু ::-

মৃণাল দত্ত

তিনি সময়ের দুরন্ত প্রহরে
বটবৃক্ষের আশ্রয় দিয়েছেন
শীতল করেছেন পাখিদের প্রাণ
পথিক যেমন শ্রান্ত শীতল বাতাসে
শৈশবের কৈশোরের চঞ্চল সময়ে
তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন অনেক
শিখিয়েছেন সন্তরণের কৃৎকৌশল
সময়ের অনিবার্য প্রহরে
আজ তার দৃষ্টি ক্ষীণ
শ্রবণেও বাধা বিপত্তি অনেক
চলনেও ধীর
গতি তার পরাভূত শামুকের কাছে।
তথাপি থাকুন তিনি
আমাদের কাছে। তার
স্নিগ্ধ ছায়ায় জেনে নেবো
বোধিদ্রুমের শাশ্বত ইতিহাস।।

—

-:: আ - মরি বাংলা ::-

জগৎ বি. বসু

বাংলার গান যদি না গাই, গাঙ্গে তরী যদি না বাই
পরাণে নাই সুখ,
আউলগীতি বাউলগীতি, বাংলা ভাষায় প্রেম
পিরিতি
সদাই ভরে বুক।
বাংলা আমার জন্মভূমি বাংলা আমার ভাষা,
বাংলা ভাষায় কথা বলি, স্বপ্ন দেখি খাসা।
ভাষাশহীদ যারা, তাদের একজন বরকত,
'বাংলা' বিশ্বে মানযে পেলো, ওদেরই মারফৎ
ভাষার তরে এমন ক'রে কেউ ভাবেনি আগে,
প্রিয় প্রাণও তুচ্ছ ঠেকে ভাষার অনুরাগে।
'আমার সোনার বাংলা' বলে রবি রচেন গান,
আ - মরি বাংলা ভাষা অতুল কবির দান
এমন মধুর মন মাতানো ভাষা কোথায় আছে,
তাইতো সদা ভয়েই থাকি হারাই তাকে পাছে।
জল্লাদেরই রক্তচক্ষু থোড়াই কেয়ার করি
থোড়াই কেয়ার দমন পীড়ন হোক্ না ভয়ঙ্করী।
বাংলা আমার ধ্যান বাংলা আমার জ্ঞান
আমার মনে বাংলা ভাষার সদাই অধিষ্ঠান।
বাংলা ভাষায় প্রথম যাকে ডেকেছিলাম 'মা'।।
সেই ভাষাকে ছাড়াও যা মাকে ছাড়াও তা।
মায়ের মতো মাতৃভাষার নেই কো তুলনা,
মাকে যেমন যায় না ভোলা ভাষাও ভুলনা।
'মা' এর মতো দরদ কি আর 'মাদার' শব্দে আছে
'ব্রাদার' শব্দ মিঠে তো নয় তুচ্ছ 'ভাই' এর কাছে
গুড্‌বাই আর 'আলবিদা'-কে যতই ভালোবাসো
ছোট্ট এবং তুলনাহীন মিষ্টি শব্দ 'এসো'!
বিউগল আর ড্রামের শব্দের যতই মজা থাক্
ক্রিসেনথিমাম বোগেনভেলিয়া যতই ফেলুক ধন্ধে
মন ভরে ওঠে রজনীগন্ধা গোলাপ যূথীর গন্ধে
হিলতোলা জুতো ফ্রক আর স্কার্টে, নিজেকে যতই
সাজাও মনের মধ্যে আঁটকে থাকে মায়ের আলতা
রাঙানো পাও।
বাংলার ফুল বাংলার ফল মিষ্টি রসে ভরা
টলটলানো দিঘির মতো মনটা কেমন করা।
হিজল বকুল মলয় বাতাস যেমন লাগে মিঠে,
যেমন লাগে শীতের দিনে পুলি পায়েস পিঠে,

Scanned by CamScanner

তেমন লাগে মায়ের মুখের ভাষা বাছাধন
মায়ের মুখের ভাষায় ছড়া ছড়াচ্ছি কিছু এখন
গঙ্গাসাগর পৌষ পার্বণ বোশেখের হালখাতা,
বুকটি চিরে দেখুন কেমন বাংলা আসন পাতা
দেখুন কেমন সোহাগ রতন
মায়ের হাতের স্পর্শে
আনন্দে প্রাণ উথলে ওঠে পয়লা বাংলা বর্ষে
গাঙের জলে ভাটিয়ালি আর ডাঙ্গায় বাউল গান
জুড়ায় ক্লান্ত তপ্ত দেহ জুড়ায় সকল প্রাণ।
খেজুর গুড়ের গন্ধে যখন বাতাস মাতাল হয়
কাঁঠালি চাঁপার তীব্র গন্ধ ঘুরে ফেরে পাড়াময়
তখন আপন কবিতার খাতা তুলে
নিয়ে নিজ করে,
স্বভাব-কবি উদার কণ্ঠে কবিতার পাঠ করে।
এমন ছবিটি পাবে নাকো তুমি সিন্ধু কি
টেমস্ তীরে,
এ ছবি কেবল গড়ে ওঠে
জেনো পদ্মা গঙ্গা ঘিরে।
বাংলার মাঠ বাংলার বাট এমন ছবিতে ভরা
এমন ছবি দেখিবার তরে মন যে পাগল পারা,
কেউ যদি যায়কাজের খাতিরে দূরেতে সাগর পারে,
বাংলার রূপ দেখিবার লাগি ছুটে আসে বারে বারে।
এইখানেতে বাংলা মায়ের বাংলা ভাষার জয়
এই কথাটি রাখবে মনে ভুলবে না নিশ্চয়।
শেষ লাইনে একটি কথা বলব আমি আজ
মন দিয়ে তা শুনুন যতো আছেন মহারাজ
ফাগুনেরই ৯ তারিখে শহীদ হলো সবে
তবে কেন ভাষা দিবস ফেব্রুয়ারিতে হবে?
ফেব্রুয়ারি মাস বাংলা নয়তো বাংলা হল ফাগুন
ফাগুন কে মান ফেরত দিতে না হয় জ্বালুন আগুন।

-ঃঃ বিক্ষোভে প্রতিবাদে ঃঃ-

অমল কর

স্রোত হারিয়ে ফনফনে নদী এখন স্তব্ধ
দেশজুড়ে অন্যকিছু না হলেও
হয়েছে পুঁজিপতিদের উন্নয়ন
আর গরিবগুর্বোর সহজ মরণ

ধর্মখেকো সাম্প্রদায়িক শক্তি চায়
দেশময় প্রজ্জ্বলিত আগুন
কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তিহীন পরমতে অসহিষ্ণু
কশাক-ঐতিহ্যেপূর্ণ
ফ্যাসিস্টদের শক্তি শুধু মিথ্যে আর ধ্বংস

যে গল্প শুধু ডেকে আনে মৃত্যু
শুনব না আর সেসব পচা গল্প
জীবনের গান গাইব আমরা
শুনব বেঁচে থাকার গল্প
চিন্তা আর চর্চার জগতে
জাগ্রত করব সমাজ
জীবন মন্থন করে তুলে আনব
জীবনদর্শনের ভাষা আর নির্যাস
আমাদের খিদে আছে, আছে ঐক্য-
দুচোখে দিঘল স্বপ্ন নিয়ে
বিক্ষোভে প্রতিবাদে
ছিঁড়ে ফেলব পথঘাট চত্বর।

—

Scanned by CamScanner

-:: শিক্ষক দিবস ::-

প্রশান্ত কুমার ধর

প্রতি বছর আসে ঘুরে এই দিনটি সামনে,
নতুন করে শেখায় ভাবতে শিক্ষক দিবস পালনে,
নিবেদিত শিক্ষকগণ মানুষ গড়ার কাজে,
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁদের, সকলেই তা জানে।
একটি মূর্তি গড়তে গেলে, অনেক কিছু লাগে,
মৃত-শিল্পি জানে তা কেমন করে গড়ে,
অক্লান্ত পরিশ্রমে মূর্তিটি হয় তৈরী,
সকলেই মর্মেমর্মে উপলব্ধি করি।
দশমাস দশদিন দুঃখ-যন্ত্রণার পরে,
জন্ম নেয় শিশু, মায়ের কোলে, উঁয়া করে,
বড় করে স্বযতনে পবিত্র স্নেহ দিয়ে,
তারপর আসে শিশু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।
পরিচয় হয় শিক্ষকদের সনে, নতুন পরিবেশে,
পড়তে-লিখতে ভাবতে শেখায়, তাদের ভাবনাকে
মাটি-ডেলা বানায় মূর্তি অতিসন্তর্পণে,
দাঁড়ায় সমাজে, উঁচু করে শির, দক্ষ গুণির পরিচয়ে।
তাঁদের শ্রম অসামান্য, বক্তৃতায় হয়না শেষ,
শ্রদ্ধা দিয়ে, পাশে দাড়িয়ে, করবো দূর তাঁদের ক্লেশ,
আসুন মোরা সবাই মিলে এই প্রতিজ্ঞা করি,
সুন্দর জীবন গড়ে যাঁরা, তাঁদের প্রণাম করি।

-:: প্রবীণের ডাক ::-

পুতুল মৈত্র

১লা অক্টোবর-'বিশ্ব প্রবীণ দিবস'-এর আমি একজন শরিক। আমার দেশ ভারতবর্ষ, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। আমার বিন্দু বিন্দু অভিজ্ঞতা সিন্ধু পূরণের অঙ্গীকার -

আগুন আগুন
চারিদকে আগুন।
জ্বলছে বহু নারী পুরুষ
দগ্ধ হচ্ছে শুধুই মানুষ।।
ধ্বংসের পথে গ্রাম শহর নিত্য নতুন নামের বহর।
শিশু-বৃদ্ধা গণ ধর্ষণ-
তলানীতে আইনী শাসন।।
এ যে তুচ্ছ ঘটনা শুধুই রটনা।
সিন্ডিকেটিং - প্রোমোটারিং
বাঘ-বন্দি খেলা,
অন্যায়ের আড়ালে
উৎসব আর মেলা।।
সিঁড়ি আজ 'এসকেলেটার' তথ্য দিয়ে 'দিদিকে লেটার'
দুই কোটিতে দুই ছবি
সততা সব আজগুবি।
৩৬-বাড়ী জবর দখল
ক্ষমতাই আসল বল।।
কাটমানি ব্ল্যাকমানি প্রলোভন হাতছানি
জ্ঞানদাতা প্রশান্ত করে শুধু কানাকানি।।
ডি.এ-বেকারী - শিক্ষা -
চাইবে নাকো ভিক্ষা,
'অল্পেতে খুশী থাকো'
সারা রাজ্যে সারা দেশে শয়তানের ছদ্মবেশে
জাত ধর্মের দোহাই শেষে পিটিয়ে মারে নির্বিশেষে।।
প্রধাণের সেই 'আচ্ছে দিন'
আজ হায় অতিক্ষীণ!
'উন্নাও'-এ বেটি মরে দানবিকতায় -
পশুকেও হার মানায় পাশবিকতায়।।
আর কত দৈর্ঘ্য? হয় না যে সহ্য
বাঁচতে গেলে লড়তে হবে।
লড়াই করেই বাঁচতে হবে।।
'প্রবীণ দিবস' দিচ্ছে ডাক্
"প্রবীণ বার্তা" ছড়িয়ে যাক্।।

Scanned by CamScanner

- বিজ্ঞাপন -

আমাদের সকলের প্রিয়

প্রয়াতা নীলিমা ধর

স্মরণে

পরিবারের সদস্যবর্গ

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃবঃ)

২৬সি,দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ - ২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৮টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর.সি. সহায়তা ১০টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য-এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধে ৭টা -৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা - ৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ড্রি (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা - ৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্টও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার ৮টা - ৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যো ৮টা-৯টা

আবেদন ———

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Scanned by CamScanner

Vol : VIII Issue : VII, 1st October, 2019 PRABINBARTA Postal Regd. No. Kol RMS/449/2019/21

সকলকে জানাই শারদীয়া উৎসবের শুভেচ্ছা

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

Scanned by CamScanner